রমিজ
বেন
মহাশক্তি

"রমিজ কেন মহাশক্তি"

রূপান্তর ভেদে শক্তি অনেক প্রকারের। প্রকৃত জ্ঞান দ্বারা বিবেচনা করলে প্রধানতঃ দুটি শক্তিই পর্যবেক্ষিত হয়। তার একটি পার্থিব বা প্রাকৃতিক শক্তি, অপরটি অপার্থিব বা ঐশী শক্তি/আধ্যাত্মিক শক্তি। সমস্ত সৌরজগত যেমন এক মহাকর্ষ শক্তির মাধ্যমে গাণিতিক নিয়মে পরিভ্রমন অবস্থায় পরিচালিত, তদ্রুপ অনন্ত বিশ্বের সকল জড় ও জীব এক অনন্ত শক্তি/স্রষ্টা'র সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা বিধানে সৃষ্ট এবং পরিচালিত। প্রাকৃতিক মধ্যাকর্ষণ শক্তি যেমন মহাকর্ষ শক্তির নামান্তর তদ্রুপ আধ্যাত্মিক মহাশক্তি ও অনন্ত শক্তির নামান্তর।

গুরু রমিজ এমন এক আধ্যাত্মিক/ঐশী/অপার্থিব/অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন যাহার উপস্থিতি সাধারণ মানুষের মধ্যে অত্যন্ত বিরল/দূর্লভ। বিভিন্ন বিষয়ে অন্যান্য সকল লিখক, দার্শনিক, অলী, ঋষী ও বৈজ্ঞানিকদের চিন্তা ধারণার চেয়ে গুরু রমিজের ধ্যান-ধারণা সত্যিকারভাবে অভিনব, চমকপ্রদ ও ব্যতিক্রমধর্মী হিসেবে প্রতীয়মান হয়। তাঁর দৃষ্টান্ত নিম্নে বিবৃত হলো:

১. লেখক হিসেবে গুরু রমিজের প্রকাশিত তিনটি পুস্তকের বাণীগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান প্রদত্ত হলো-

(ক) অলৌকিক সুধা ও সত্যের অনুসন্ধান..... ৮০ টি ।

(খ) স্বর্গের সুধা ও সত্যের সন্ধান..... ১৮৪ টি ।

(গ) স্বর্গে আরোহণ ও সত্যে পরিণত..... ২২৯ টি ।

মোট- ৪৯৩ টি ।

উক্ত বাণীগুলোর পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় পুস্তকের বাণীর সংখ্যা প্রথম পুস্তকের দ্বিগুণের অল্প বেশী । অর্থাৎ দ্বিতীয় পুস্তকে তিনি প্রথম পুস্তকের দ্বিগুণ শ্রম দিয়েছেন । আবার তৃতীয় পুস্তকের বাণী সংখ্যা প্রথম পুস্তকের প্রায় তিন গুণের সমতুল্য । অর্থাৎ তৃতীয় পুস্তক রচনাকালে তিনি প্রথম পুস্তকের তুলনায় তিনগুণ শ্রম দিয়েছেন । ভক্তদের কল্যাণে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের বাণী রচনাকালে পর্যবেক্ষিত হয় যে, প্রথম পুস্তকটি রচনা করেছেন যৌবনকালে, দ্বিতীয়টি প্রৌঢ়কালে এবং তৃতীয়টি বৃদ্ধকালে । সুতরাং যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধকালের আধ্যাত্মিক শ্রমের অনুপাত ১:২:৩ । প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে গাণিতীক সমান্তর ধারা অনুসারে তাঁর ধ্যান ধারণা, গবেষণা, উপলব্দি ইত্যাদির বিস্তৃতি দ্বিগুণ হতে ত্রিগুণ পর্যন্ত বিস্তৃত । স্বাভাবিক লেখক/গবেষকদের বেলায় দেখা যায় যে, বয়োঃবৃদ্ধির শেষ প্রান্তে চিন্তাশক্তি হ্রাস পায় । কিন্তু গুরু রমিজের বেলায় সেটা উল্টো ঘটেছে । দেহ ত্যাগের ৩০ মিনিট পূর্বেও তিনি একটি বাণী রচনা করেছেন । সেই বাণী হলো-

"থাকতে চাইনা কারাগারে
কৃপা কর দাসের প্রতি দরজা খোল যাই বাহিরে ।"

বাণী - ৪ (স্বর্গে আরোহণ)

অতঃপর সম্পূর্ণ সুস্থ জ্ঞানে স্ত্রী কন্যাগণের সাথে কথা বলে পরলোক গমন করলেন । এই সবগুলো বিষয়ই সাধারণ্যে অভিনব ও ব্যতিক্রমধর্মী, মহাক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির বেলাই ইহা প্রযোজ্য ।

২. তাঁর সুচিন্তিত মন মানসিকতা, বিচক্ষনতা ও ধ্যান ধারণার আরো সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রণীত তিনটি পুস্তকের নামকরণ বিশ্লেষণ করলে। দেখুন, প্রত্যেকটি পুস্তকের নামের দুইটি অংশ। উপনামসহ ৩টি পুস্তকের ৩ × ২ = ৬ টি নাম। প্রত্যেকটি পুস্তকের প্রথম মূল নামগুলোর একটি চমকপ্রদ অর্থ বিদ্যমান। আবার দ্বিতীয় অংশের উপনামগুলোর ধারাবাহিকতায় একটি সুচিন্তিত অর্থ বিদ্যমান। প্রথম অংশগুলো যথাক্রমেও অলৌকিক সুধা, স্বর্গের সুধা এবং স্বর্গে আরোহণ। সুপ্রিয় পাঠক/পাঠিকাবৃন্দ, গবেষণালব্দ উপলব্দির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পুস্তকের বিষয়াবলী তিনি এমনভাবে বিন্যাস্ত করেছেন যে, এগুলো বিশ্লেষণ করলে লোকালয়ের বাহিরের অপার্থিব নেশায় পেয়ে বসে। এ অপার্থিব উপলব্দির পরবর্তী স্তর হলো বেহেশত/স্বর্গ/আত্মার রাজ্যের উপলব্দি। এ অপার্থিব নেশা ও উপলব্দির মাধ্যমে ভক্তদের হৃদয়ের মণিকোঠায় আধ্যাত্মিক দর্শন নামক জ্যোতি সৃষ্টি হয়, যার মাধ্যমে আত্মার রাজ্য আলমে আরওয়ার উপলব্দি করতঃ রমিজ ভক্তগণ স্বর্গারোহণে ব্রতী হতে পারেন। আর সে জন্যেই ধারাবাহিকভাবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুস্তক গুলোর নামকরণ অলৌকিক সুধা, স্বর্গের সুধা ও স্বর্গে আরোহণ অর্থবহ হয়েছে।

অপরদিকে পুস্তক গুলোর নামের দ্বিতীয় অংশ সমূহ হচ্ছে- সত্যের অনুসন্ধান, সত্যের সন্ধান ও সত্যে পরিণত। সত্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সন্ধান করাই হলো সত্যের অনুসন্ধান। অতঃপর সত্যকে অনুসন্ধান করে তার সঠিক সন্ধান যিনি পেয়েছেন তিনিই সত্যে পরিণত হয়েছেন এবং তার মধ্যে সত্যের আবির্ভাব ঘটে। সুতরাং উপরোল্লিখিত পুস্তক গুলোর ধারাবাহিক নামের অর্থ অত্যন্ত সুচিন্তিত। বিশ্লেষণ পূর্বক উপলব্দি করা যায় যে, গুরু রমিজের জ্ঞান ভান্ডার ছিল অত্যন্ত বিশাল। তাঁর সাহিত্যরসের পরিচয় পুস্তক গুলোর নামকরণ বিশ্লেষণেই পাওয়া যায়।

৩. প্রিয় সুধীবৃন্দ, গুরু রমিজের বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর তিনখন্ড পুস্তকের উপদেশ গুলোর নামকরণের সুচিন্তিত ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ করলে। পরিসংখ্যানসহ নিম্নে উহা আলোচিত হলো-

- **অলৌকিক সুধা ঃ-**

(ক) আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ও জ্ঞানের জ্যোতি - ৩২ লাইন = ১৬ টি উপদেশ।
(খ) গুরুতত্ত্ব ও গুরুতে অর্পণ - ৪২লাইন = ২১ টি উপদেশ।

- **স্বর্গের সুধা ঃ-**

(ক) অলৌকিক জ্ঞানের আকর্ষণ - ৬২ লাইন = ৩১ টি উপদেশ।

- **স্বর্গে আরোহণ ঃ-**

(ক) জ্ঞানের বিকাশ - ৪৪ লাইন = ২২ টি উপদেশ।
মোট = ১৮০ লাইন = ৯০ টি উপদেশ।

বিঃ দ্রঃ

৯০টি উপদেশের মধ্যে সরাসরি আদেশ - (৬+১১+৫) = ২২ টি।
পরোক্ষ আদেশ (৯০-২২) = ৬৮টি।

উক্ত পরিসংখ্যান হতে পর্যবেক্ষিত হয় যে, প্রথম পুস্তকে সন্নিবেশিত উপদেশাবলীর বিষয় হলো জ্ঞানের জ্যোতি সম্পর্কে, তদ্রুপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুস্তকে যথাক্রমে জ্ঞানের আকর্ষণ এবং জ্ঞানের বিকাশ। ধারাবাহিকভাবে দেখা যায় যে, জ্যোতি হতে আকর্ষণ এবং আকর্ষণ হতে জ্ঞানের বিকাশ। আলোর জ্যোতি দেখা যায়, কিন্তু জ্ঞানের জ্যোতি দেখা যায় না, তবে গুরু প্রদত্ত প্রবলভাব ও ধ্যানের মাধ্যমে তা অনুভব করা যায়। এ অনুভূতি গুরু ও ভক্তের মধ্যে এক নিগুঢ় রহস্যময় আকর্ষণ সৃষ্টি করে। উক্ত আকর্ষণ দ্বারা গুরুরূপ আয়নার মাধ্যমে নিজ হৃদয়ে অনন্তরূপ স্রষ্টার বিকাশ ঘটে। সেজন্যেই গুরু রমিজ উপদেশের ধারাবাহিকতায় জ্ঞানের জ্যোতি, আকর্ষণ এবং বিকাশের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এতে তাঁর সাহিত্যরসের প্রতিফলন ঘটেছে যা সাধারণ্যে নেই। এতে প্রতীয়মান হয় তিনি একজন মহাজ্ঞানী পুরুষ।

৪. একজন কবি বা দার্শনিক'কে বুঝতে হলে, তাঁর সকল লেখাকে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপলব্দি করতে হয়। তদ্রুপ গুরু রমিজের যাবতীয় লিখাকে উপলব্দি করতে পারলেই তাঁকে বুঝা ও চেনা যাবে। হৃদয়ের মণিকোঠায় জেগে উঠবে গুরু রমিজরূপী স্রষ্টার আয়না। স্রষ্টার আয়নারূপ মহাজ্ঞানের মাধ্যমে পাওয়া যাবে অনন্তরূপী স্রষ্টার সন্ধান।

গুরু রমিজের তিনখন্ড পুস্তকে সন্নিবেশিত বাণী সমূহ বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এখন থেকে প্রায় একশ বছর পূর্বে বেশ কতগুলো ভবিষ্যৎ বাণী রচনা করেছেন। বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে যা অভাবনীয় ঘটনা ঘটছে তা তিনি বাণীর মাধ্যমে প্রায় একশ বছর পূর্বেই বলে গেছেন। তখন যা কল্পনাতীত ছিল এখন তা বাস্তবে ঘটছে। এ ধরণের ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন এমন কোন চিন্তাবিদ, দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক পুরুষ দ্বিতীয় জন আর পাওয়া যায় না। তাই গুরু রমিজ একজন ক্ষণজন্মা, আধ্যাত্মিক মহাজ্ঞান সম্পন্ন মহাপুরুষ। জ্ঞানই শক্তি (Knowledge is power) এ সর্ববাদী সন্মত সত্যের প্রেক্ষাপটে যিনি মহাজ্ঞানের অধিকারী তিনিই মহাশক্তি।

গুরু রমিজ বাণী রচনাকালে হারমোনিয়ামে সুর ধরে গেয়েছেন আর ভক্তবৃন্দ সাথে সাথে তা লিখে রেখেছেন। পূর্ব চিন্তা-ভাবনা ব্যতীত তাৎক্ষণিক বাণী রচনা করার ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে দুর্লভ। তিনি কোন স্কুল, মাদ্রাসা বা কলেজ ভার্সিটিতে বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করেননি। তিনি আরবীতেও বাণী রচনা করেছেন, আবার তাও চিন্তাভাবনা ব্যতীত। শুধু তাই নয়, হিন্দু ভক্তদের অনুরোধক্রমে তিনি তাৎক্ষণিক সংস্কৃত ভাষায় স্তুতি স্তবক রচনা করেছেন। অতএব, তিনি অলৌকিক জ্ঞান সম্পন্ন মহাক্ষমতাধর মহাশক্তি।

গুরু রমিজের বাণী ও উপদেশ সম্বন্ধে যা কিছু বলার ছিল অতি সংক্ষেপে বিষয়টি আপনাদের বিবেকের কাছে তুলে ধরলাম। কথায় এবং গল্পে তাঁর যত অলৌকিক কাহিনী ভক্তমহলে বিবৃত আছে তা লিপিবদ্ধ করলে কয়েক রিম কাগজেও কুলাবেনা।

৫. গুরুর মাধ্যমেই স্রষ্টার নৈকট্য পাওয়া যায়, এ নীতিতে আমরা বিশ্বাসী। সুতরাং গুরু স্রষ্টার আরশী বা আয়না। তাহলে সঙ্গত কারণেই মহাশক্তি খন্দকার রমিজ উদ্দিন মহোদয়কে অনন্ত শক্তি স্রষ্টার আয়না হিসেবে উপলব্দি করতে হবে। যেহেতু তিনি স্ব-শরীরে পৃথিবীতে নেই, সেহেতু তাঁকে উপলব্দি করতে হলে তাঁর নিয়োজিত প্রতিনিধিগণের সংস্পর্শে যেতে হবে। তাদের সঙ্গ করতে হবে। রমিজ প্রণীত পুস্তকের বাণী ও উপদেশ গুলোর বিশ্লেষণ পূর্বক গবেষণা করতঃ তাঁর নীতি, আদেশ ও বিধান সম্পর্কে অবগত হয়ে আধ্যাত্মিক কার্য সাধন করতে হবে।

পৃথিবীতে যুগে যুগে বিভিন্ন স্থানে অলী, ঋষি, অবতার, নবী ও রাসূল, মহামানব-মহাজন ও ফকির-দরবেশ আবির্ভূত হয়েছেন। তাদের কেহ কেহ স্রষ্টার পক্ষ হতে সর্বজীব ও সৃষ্টির কল্যাণার্থে ওহী বা বাণী প্রাপ্ত হয়েছেন। উক্ত ওহী বা বাণী সমষ্টি দ্বারা এক একটি ধর্মীয় গ্রন্থ রচিত হয়েছে যা যুগে যুগে মানবের কল্যাণে এসেছে। উক্ত মহামানবগণ নিজেরাই ওহী/বাণী প্রাপ্ত হয়েছেন। অন্য কাহাকেও স্রষ্টার তরফ হতে ওহী/বাণী পাবার ব্যবস্থা করেননি। কিন্তু অত্যন্ত তৃপ্তির বিষয় যে, আমাদের গুরু মহোদয় স্রষ্টার তরফ হতে স্বপ্নের মাধ্যমে বাণী প্রাপ্ত হয়েছেন এবং তাঁর ভক্তদেরকেও স্বপ্নের মাধ্যমে স্রষ্টা ও গুরুর সাথে আত্মিক যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছেন। ***'স্বপ্ন-বিশ্লেষণ' রমিজ নীতির একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।*** এখনো তাঁর অনেক ভক্ত রয়েছেন যারা স্বপ্ন বিশ্লেষণ পূর্বক পরম সত্যের প্রকাশ করতে পারেন। গুরু রমিজের পরম ও সত্য স্বপ্ন-বিশ্লেষণ নীতি এবং তাঁর প্রত্যেকটি কথা, উপদেশ বা বাণীতে অন্য সকলের ধ্যানগুধারণা হতে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী, সর্বজীব কল্যাণমূখী, একটি অভিনব গুণবাচক বিশিষ্ট-অদ্বৈত বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে পাওয়া যাবে অনন্তরূপী স্রষ্টার সন্ধান।